# নব-বসন্তে লিখিত।

( ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ হইতে )

লতিকা-বিতান-তলে আছিনু বসিয়া
মধুর আবেশে মজি', যে আবেশ-ঘোরে
সুখের ভাবনাগুলি জাগায় মানসে
কত মত দুখ-কথা ; পশিল শ্রবণে
মিশ্রিত সুরের রেশ।
মানব-হৃদয়
প্রকৃতির সনে বাঁধা অদৃশ্য বাঁধনে।
হেরি বসন্তের শোভা, ব্যথিল পরাণ
ভাবি' নর নিজে করে দুর্গতি নিজের।

হরিত নিকুঞ্জ-মাঝে গোলাপ-স্তবকে
ছড়ায়ে পড়েছে, মরি ! মল্লিকা-বিস্তার ;
পরাণে প্রতীতি হয়, প্রত্যেক প্রসূন
সানন্দে গ্রহণ করে মলয়-নিশ্বাস।

চারিদিকে কেলি করে পক্ষী শত শত
ভাবনা তা'দের আমি না পারি বুঝিতে,
কিন্তু তাহাদের প্রতি ক্ষুদ্রতম গতি,
মনে হয়, পরিপূর্ণ পুলক-স্পন্দনে।

কুসুমিত কিসলয় প্রসারিয়া যেন
কোমল ব্যজন, চায় বন্দী করিবারে
চঞ্চল অনিলে ; ধারণা রোধিতে নারি—
আনন্দের ধারা হেথা বহিছে সতত।

দেবতা দেছেন প্রাণে এ বিশ্বাস মোর ;—
(তাই) হেরি' প্রকৃতির এই পূত আয়োজন,
হৃদয় কাঁদেরে শুধু ভাবি যবে মনে
মানবের নিজকৃত দুর্গতি বিষম।

শ্রীনীরদগোপাল গোস্বামী,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, 'সি' বিভাগ।

---

## বিদায়ান্তে।

শকুন্তলা গেছে চলে রাজার ভবন
তাহারি বিরহ-ভরে কাঁদে তপোবন।
কেহ নাহি ঢালে জল, শূন্য আলবাল
ম্লান হয়ে আছে পড়ে' তরুলতা-জাল।
ফুল সব ফুটে আছে, অলি নাহি আসে
মৃদুল বাতাসে তা'রা ঝরে' পড়ে শেষে।
শুক-শারী মূক হয়ে আছে গাছে বসে'
মধুর সঙ্গীত-স্রোতে তা'রা নাহি ভাসে।
হরিণ-শাবকগুলি করে না'ক খেলা
একস্থানে বসে' থাকে তা'রা সারা বেলা।
কুটীর নীরব অতি জ্বলে নাহি বাতি
সখী দুটী গলা ধরি' কাঁদে সারা রাতি।
—এমনি বেদনা-ভরে বুঝি তা'র হিয়া
রাজার ভবনে গিয়া পড়েছে নুইয়া।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, 'ডি' শাখা।

---